Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা জামান বৃষ্টি

রোলঃ 216021465

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা জামান বৃষ্টি

রোলঃ 216021465

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে নারীদের মর্যাদা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা জামান বৃষ্টি, আইডিঃ 216021465 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীদের মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fatema

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

ফাতেমা জামান বৃষ্টি

আইডিঃ 216021465

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:..5

ইসলামপূর্ব সময়ে নারীর অবস্থা:...6

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী : 12

নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম:...16

সন্তানরূপে নারীর অধিকার ও মর্যাদা : 18

নারীর সম্মতি ব্যতিত বিয়ে হবে না:..22

স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :...26

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা : 27

বর্তমানে নারী অধিকারের নামে সচেতনার অন্তরালে যা যা হচ্ছে:.........................31

শেষের কথা:...37

ভূমিকা:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন কেবল ইসলামই। *(আল-ইমরান, আয়াত:১৯)*

ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ।

আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, এ ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করে ও তাঁর যাবতীয় আদেশ শিরোধার্য করে। সে কারণেই এর অনুসারীকে মুসলিম অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী বলে। এমনিতে তো সকল আসমানী ধর্মই ইসলাম।

কিন্তু প্রাচীন ধর্মগুলোকে যেহেতু তাদের অনুসারীগণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি, বরং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তা বিকৃত করে ফেলেছে, অবশেষে শেষ নবীর আবির্ভাবের পর তার শরীআত দ্বারা সেগুলোর অনেক বিধান রহিতও হয়ে গেছে, তাই সেগুলো আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত থাকেনি।

এখন ইসলাম হল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত দীন ও শরীআত, যা এক পরিপূর্ণ, সার্বজনীন ও কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী ধর্ম। -*(তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন)*

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আল্লহ তা'আলা ইসলামে নারীদের মর্যাদা প্রদান করেছেন। ইসলাম আসার পূর্বের জাহেলি যুগের অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে ইসলাম ঠিক কতটা নারীদের মর্যাদা দিয়েছে। একজন নারীদের প্রতিটি ধাপেই মর্যাদা দিয়েছে। একজন সন্তান হিসেবে, একজন বোন হিসেবে, একজন স্ত্রী হিসেবে, একজন মা হিসেবে।

বর্তমান যুগে কিছু মানুষেরা বলে থাকে যে, ইসলাম নারীর জন্য কোন অধিকার দেয়নি। তাদের কোন মর্যাদা দেয়নি। তাদের স্বাধীনতা দেয়নি। তাদের মন্তব্য ভুল। তারা এ ব্যাপারে কিছু জানে না। কারণ ইসলামে যেমনভাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে অন্য আর কোন ধর্মে দেয়নি।

ইসলামপূর্ব সময়ে নারীর অবস্থা:

আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত।...

'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! জাহিলী যুগে মহিলাদের কোন অধিকার আছে বলে আমরা মনে করতাম না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যে বিধান অবতীর্ণ করার ছিল তা অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের হক হিসাবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন।... (সহিহুল বুখারী ৪৯১৩)

নারীদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারহীনতা সেসময় নারীরা সম্পদের উত্তরাধিকার পেতো না।উপরন্তু তারা নিজেরাই ছিলো সম্পত্তি!

জাহেলরা পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে বিয়ে করতো।

দাসীদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা দাসীদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হতো। সেই অর্থ যাতে মনিব পায় সেজন্য দাসীকে একাজে জোর করা হতো!

পশুর মাংসে ও দুধে নারীর অনধিকার নারীরা পশুর দুধ খেতে পারতো না। পশু যেই বাচ্চা জন্ম দিতো সেটা জবাই করলেও খেতে পারতো না, শুধু পুরুষরা খেতো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَ قَالُوۡا مَا فِیۡ بُطُوۡنِ هٰذِهِ الۡاَنۡعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوۡرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰۤی اَزۡوَاجِنَا ۚ وَ اِنۡ یَّكُنۡ مَّیۡتَةً فَهُمۡ فِیۡهِ شُرَكَآءُ ؕ سَیَجۡزِیۡهِمۡ وَصۡفَهُمۡ ؕ اِنَّهٗ حَكِیۡمٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۳۹﴾

আর তারা বলে, 'এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পেটে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে তারা সবাই তাতে শরীক'। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কথার প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী। (সূরা আনআম, আয়াত ১৩৯)

এই আয়াতের তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু:

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে,

কাফিররা যে বলতো, এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট।' এর দ্বারা পশুর দুধ উদ্দেশ্য। তারা কোন কোন পশুর দুধ স্ত্রী লোকদের উপর হারাম করে দিতো এবং পুরুষেরা পান করতো। যদি বকরীর নর বাচ্চা পয়দা হতো তবে তা যবাই করে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেতো, নারীদেরকে দিতো না।

তাদেরকে বলতোঃ "তোমাদের জন্যে এটা হারাম।"

মাদী বাচ্চা হলে ওটাকে যবাই করতো না, বরং পালন করতো। আর যদি মৃত বাচ্চা পয়দা হতো তবে পুরুষ নারী সবাই মিলিতভাবে খেতো। আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

শাবী (রঃ) বলেন যে, বাহীরা পশুর দুধ শুধুমাত্র পুরুষেরাই খেতো। কোন পশু মরে গেলে পুরুষদের সাথে নারীদেরকেও অংশ দেয়া হতো।

চার রকম বিবাহ জাহেলী যুগে আল্লাহপ্রদত্ত বিয়ের ব্যবস্থার পাশাপাশি জাহেলরা মনমতো আরো বিবাহের কুব্যবস্থা বানিয়ে ফেলেছিলো!

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (ইফাঃ) অধ্যায়ঃ ৫৪/ বিয়ে-শাদী (كتاب النكاح) হাদিস নম্বরঃ ৪৭৫১ ৪৭৫১।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সুলায়মান ও আহমদ ইবনু সালিহ্‌ (রহঃ) ... উরওয়া ইবনু যুবায়র (রহঃ) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী আয়িশা (রাঃ) বলেছেন,

জাহিলী যুগে চার প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল।

এক প্রকার হচ্ছে, বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যাক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোন ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যাক্তির কাছে যাও এবং তার সাথে যৌন মিলন কর। এরপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনও এক বিছানায় ঘুমাত না, যতক্ষণ না সে অন্য ব্যাক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত, যার সাথে স্ত্রীর যৌন মিলন হত। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টবাবে প্রকাশ হত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করত।

এটা ছিল তার স্বামীর অভ্যাস। এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরণের বিবাহকে ‘নিকাহুল ইস্তিবদা’ বলা হত।

তৃতীয় প্রথা ছিল যে, দশ জনের কম কতিপয় ব্যাক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে একই মহিলার সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর কিছুদিন অতিবাহিত হত, সেই মহিলা এ সকল ব্যাক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হত, তখন সে তাদেরকে বলত, তোমরা সকলেই জানো- তোমরা কি করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক! এটা তোমারই সন্তান। ঐ মহিলা যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন এ ব্যাক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ঐ মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য হত।

চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হচ্ছে, বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হত এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে শয্যা-শায়ী করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল বারবনিতা (পতিতা), যার চিহ্ন হিসাবে নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছা করলে অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারত। যদি এ সকল মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া সকল কাফাহ্ পুরুষ এবং একজন ‘কাফাহ্’ (এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা সন্তানের মুখ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ দেখে বলতে পারত- অমুকের ঔরসজাত সন্তান) কে ডেকে আনা হত সে সন্তানটির যে লোকটি সাথে এ সা’দৃশ্য দেখতে পেত তাকে বলত, এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি ঐ সন্তানকে নিজের হিসাবে অস্বীকার করতে পারত না।

বিয়েতে নারীদের মতামতের অনধিকার। অভিজাত শ্রেণিতেই নারীরা নিজের বিয়েতে "হ্যা"/" না" বলতে পারতো না। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো অভিভাবকের হাতে।

অবৈধ বিবাহ ও সীমাহীন সীমালঙ্ঘন।

দুই সহোদর বোনকে তারা(পুরুষরা) একই সাথে বিয়ে করত। পিতার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী অথবা পিতার মৃত্যুর পর সন্তান তার সৎ মায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। তালাকের উপর ছিল শুধুমাত্র পুরুষের একছত্র অধিকার। তাদের স্ত্রী গ্রহণ করার যেমন কোন সীমা ছিল না (কেউ কেউ দশের অধিক বিয়ে করত), ঠিক তেমনি তাদের তালাকেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। যখন খুশি যাকে বিয়ে করত, যখন খুশি যাকে তালাক দিত এতে কোন নারী কোন ধরণের আপত্তি তুলতে পারতো না। তারা কোন ধরণের বিচার চাইতে পারতো না তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে।

নারীরা শুধুই ছিলো সম্পত্তি। কেউ মারা গেলে তার ওয়ারিশ সেই লোকের স্ত্রীরও ওয়ারিশ হয়ে যেতো। আর নারীদের দেওয়া সম্পদ অর্থকড়িও জোর করে আত্মসাৎ করা হতো! এই প্রথা নিষিদ্ধ করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرۡهًا ؕ وَ لَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ لِتَذۡهَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ فَاِنۡ كَرِهۡتُمُوۡهُنَّ فَعَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔا وَّ يَجۡعَلَ اللّٰهُ فِيۡهِ خَيۡرًا كَثِيۡرًا ﴿۱۹﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর

তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।"(সূরা নিসা,আয়াত: ১৯)

দাসীদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি করানো।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রথা বাতিল করে দেন,

وَ لۡیَسۡتَعۡفِفِ الَّذِیۡنَ لَا یَجِدُوۡنَ نِکَاحًا حَتّٰی یُغۡنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ الَّذِیۡنَ یَبۡتَغُوۡنَ الۡکِتٰبَ مِمَّا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ فَکَاتِبُوۡهُمۡ اِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیۡهِمۡ خَیۡرًا ٭ۖ وَّ اٰتُوۡهُمۡ مِّنۡ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیۡۤ اٰتٰىکُمۡ ؕ وَ لَا تُکۡرِهُوۡا فَتَیٰتِکُمۡ عَلَی الۡبِغَآءِ اِنۡ اَرَدۡنَ تَحَصُّنًا لِّتَبۡتَغُوۡا عَرَضَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ؕ وَ مَنۡ یُّکۡرِهۡهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنۡۢ بَعۡدِ اِکۡرَاهِهِنَّ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۳۳﴾

"তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা নূর,আয়াত: ৩৩)

এ আয়াতের তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে,

অজ্ঞতা যুগের জঘন্য পন্থাসমূহের মধ্যে একটি পন্থা এও ছিল যে, তাদের দাসীরা যেন ব্যভিচার করে অর্থ উপার্জন করতঃ ঐ অর্থ মনিবদেরকে প্রদান করে এ কাজে তারা তাদেরকে বাধ্য করতো।...... (ফ্রম মুসলিমস আর্টিকেল থেকে)

জাহেলিযুগে কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেওয়া হতো।

এ প্রসঙ্গে আল্লহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰی ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّ هُوَ کَظِیۡمٌ

یَتَوَارٰی مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَیُمۡسِکُهٗ عَلٰی هُوۡنٍ اَمۡ یَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَحۡکُمُوۡنَ ﴿۵۹﴾

আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। আপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ! - (সূরা আন-নাহল :৫৮,৫৯)

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :

হিন্দু ধর্মে :

নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত।

এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে,

There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body.

অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'।

নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে,

Men should not love their

অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।

বৌদ্ধ ধর্মে :

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত।

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন,

Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world.

অর্থাৎ ‘মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়’

ইহুদী ধর্মে :

এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

‘সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ পুরুষও শতগুণে ভাল’।

তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে :

খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ‘কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ’-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়,

'Woman has no soul'

‘নারীর কোন আত্মা নেই’।

চীন সভ্যতায় :

চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন,

‘মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই’।

গ্রীক সভ্যতায় :

বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন,

'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world'

‘নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস’।

রোম সভ্যতায় :

রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

(মাসিক আত-তাহরীক ওয়েবসাইটের আর্টিকেল থেকে...)

নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম:

আল্লহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। (সূরা হুজুরাত আয়াত ১৩)

আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَ لَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِیۡۤ اٰدَمَ وَ حَمَلۡنٰهُمۡ فِی الۡبَرِّ وَ الۡبَحۡرِ وَ رَزَقۡنٰهُمۡ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلۡنٰهُمۡ عَلٰی كَثِیۡرٍ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِیۡلًا ۷۰

‘আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ (বনী ইসরাঈল ৭০)

আল্লাহ তা‘আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লহ তা'আলা বলেন,

وَ لَهُنَّ مِثۡلُ الَّذِیۡ عَلَیۡهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیۡزٌ حَكِیۡمٌ ﴿۲۲۸﴾

‘স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে’ (বাক্বারাহ ২২৮)

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে।

সন্তানরূপে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

আল্লহ তা'আলা বলেন,

لِلّٰهِ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ یَخۡلُقُ مَا یَشَآءُ ؕ یَهَبُ لِمَنۡ یَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ یَهَبُ لِمَنۡ یَّشَآءُ الذُّكُوۡرَ ﴿۴۹﴾

আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। (সূরা আশ শুরা,৪৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মেয়ে প্রদানের উল্লেখ করার পর ছেলে প্রদানের উল্লেখ করেছেন।

কন্যাকে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ-

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম এ ব্যাপারে দুটি মত উল্লেখ করার পর লিখেন-

আমার নিকট আরো একটি কারণ ফুটে উঠে, তা হলো আল্লাহ ঐ স্বত্তাকে পূর্বে উল্লেখ করেন, যে স্বত্তাকে (মেয়েদেরকে) জাহেলী যুগের লোকেরা পশ্চাতে রাখত, যেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বর্ণনা দেয়া যে, তোমাদের নিকট পরিত্যক্ত সেই তুচ্ছ স্বত্তা আমার নিকট বর্ণনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

(তাফসীর ইবনে কাইয়্যেম পৃ: ৪৩৩ ও তাঁর গ্রন্থ তুহফাতুল মাওলুদ: ২৭ পৃঃ)

আল্লামা আলুসী তাঁর তাফসীরে এ ব্যাপারে কতিপয় মতামত উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে নিম্নে দুটি উল্লেখ করা হলো-

১. সেখানে বলা হয় নারীদের দুর্বলতার ভিত্তিতে তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য প্রকাশের জন্য তাদেরকে এখানে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আর বিশেষ করে তারা এক সময় জীবন্ত কবরস্থ হওয়ার নিকটতম যুগে ছিল।

২. আরো বলা হয় তাদের পিতাদেরকে সান্তনা প্রদর্শনের নিমিত্বে, কেননা তাদেরকে শুরুতে উল্লেখ করা তাদের সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ।

(তারা সম্মানের উপযুক্ত হওয়ার কারণ হলো।)

নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর মাখলুক (বান্দা) বৃদ্ধির মাধ্যম। (রুহুল মাআনী: ২৫/৫৪) হিকমত বা রহস্য যাই হোক, কিন্তু এ কথা তো স্পষ্ট যে, আল্লাহ এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে সম্মানে ভূষিত করে ছেলেদের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

সৎ কন্যারা সওয়াব পুত্রদের অপেক্ষা উত্তম।

আল্লহ তা'আলা বলেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا .

অর্থ: ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, আর তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার লাভের জন্য স্থায়ী সৎকাজ হলো উৎকৃষ্ট আর আকাঙ্ক্ষা পোষণের ভিত্তি হিসেবেও উত্তম।

(সূরা আল-কাহফ আয়াত-৪৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَات কন্যাকে সওয়াব ও আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে ধন সম্পদ ও ছেলেদের হতে উত্তম সাব্যস্ত করেন। তবে الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَات দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে তাফসীরবীদদের একাধিক মত রয়েছে।

প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম উবাইদ বিন উমাইর-এর মত অনুযায়ী তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- সৎ কন্যাগণ।

আল্লামা কুরতুবী বর্ণনা করেন,

তিনি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

অর্থাৎ সৎ কন্যাগণ আল্লাহর নিকট তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী পিতাদের জন্য সওয়াব ও উত্তম আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম। (তাফসীর কুরতুবী: ১০/৪১৫-৪১৬)

ইহসানকারী পিতাকে কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করান।

ইমাম বুখারী ও ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস হতে নকল করেন, তিনি বর্ণনা করেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ مَا صَحِبَهُمَا. إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দু' কন্যা লাভ করল, অত:পর সে তাদের উভয়ের প্রতি ইহসান করল, তারা উভয়ে যতদিন তার নিকট থাকল বা সে যতদিন তাদের নিকট থাকল, তবে তারা উভয়ে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (আল আদব আল মুফরাদ: হাদীস নং ৭৭ পৃ: ৪২ ও সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭১৪, ২/৩১০, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেন। দেখুন সহীহ ইবনে মাজাহ ২/২৯৬)

হাদীসটির ফায়দা-

যদি কারো একটিও কন্যা হয়, আর সে তার প্রতি ইহসান করতে থাকে তবে সেও ইনশাআল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

এ বিষয়ে হাফেজ ইবনে হাজারের কতিপয় হাদীসের মধ্যে নিম্নে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

ইমাম আহমদ জাবের হতে নকল করেন, তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তির তিন কন্যা, আর সে তাদের (যথাযথ) আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ও তাদের তত্ত্বাবধায়ন করে, তবে নিশ্চিতভাবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

(ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যার মর্যাদা বই থেকে...)

নারীর সম্মতি ব্যতিত বিয়ে হবে না:

কন্যা মর্যাদা ও মান বুলন্দের প্রমাণ বহনকারী বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হলো- কন্যার সম্মতি ব্যতীত তার বিবাহ দেয়া কোনো পিতার জন্য জায়েয নেই। এ বিষয়ে নিম্নে তিনটি হাদীস দ্রষ্টব্য।

১. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা

করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ .ُ

অর্থাৎ অকুমারীর বিবাহ তার হুকুম গ্রহণ করা ব্যতীত দেয়া যাবে না, আর কুমারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেয়া যাবে না।

তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করেন-

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! তার (কুমারীর) অনুমতি কিভাবে?

রাসূল ﷺ বলেন:

أَن تَسْكُت তার অনুমতি হলো যে, সে চুপ থাকবে।

ইমাম বুখারী এ ব্যাপারে নিম্নের শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেন-

بَاب لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا

অর্থাৎ পিতা বা অন্য কোনো (ওলী) ব্যক্তি যেন কুমারী বা অকুমারীর বিয়ে তাদের সম্মতি (মতামত) গ্রহণ ব্যতীত না দেয়। (বুখারী: ৭/১৯০)

ইমাম নববী সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় নিম্নের শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেন-

بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوت ِ

অর্থাৎ অকুমারীর বিয়েতে মৌখিক স্বীকৃতি ও কুমারীর বিয়েতে চুপ থাকার মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে অধ্যায়। (সহীহ মুসলিম: ২/১০৩৬) .

ইমাম বুখারী আয়েশা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

: الْبِكْرَ تُسْتَأْذَنُ কুমারী হতে (তার বিয়ের জন্য) অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

তিনি (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরজ করেন:

إِنَّ الْبِكْرِ تَسْتَحِي কুমারী তো লজ্জা করে থাকে। তিনি (তখন) ইরশাদ করেন : إِذْنُهَا صُمَاتُهَا। তার অনুমতি হলো তার চুপ থাকা। (বুখারী: ১২/৩৪০, মুসলিম: ২/১০২৭)

গ. ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা-এর উদ্ধৃতিতে রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا, فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ

عَلَيْهَا

অর্থাৎ এতীম মেয়ের নিজের (বিয়ের) ব্যাপারে তার হুকুম গ্রহণ করতে হবে, তবে সে যদি চুপ থাকে তবে তাই তার পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদান। আর যদি সে অস্বীকার করে তবে তাকে বাধ্য করে বিয়ে দেয়া যাবে না। (আবু দাউদ: ২০৯, ৬/৮২, হাদীসটিকে শায়খ আলবানী হাসান সহীহ বলেন)

উক্ত হাদীসে এতীম মেয়ে দ্বারা উদ্দেশ্য এমন যুবতী কুমারী, যার পিতা তার বালেগ (প্রাপ্ত বয়স) হওয়ার পূর্বে ইন্তেকাল করে। নবী তার পূর্ব অবস্থার উপর ভিত্তি করে তাকে (এতীম) বলেন।(ইমাম খাত্ত্বাবীর 'মায়ালেমুস সুনান' ৩/৩০২ আউনুল মাবূদ: ৬/৮৩ ও তুহফা: ৪/২০৪)

ইমাম ইবনে হিব্বান এ হাদীসের নিম্নরূপ শিরোনাম রচনা করেন-

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنْ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ

النِّكَاحِ عَلَيْهِن .

মেয়েদের বিবাহ দেয়ার ইচ্ছার সময় অভিভাবকদের তাদের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে হাদীসসমূহের বর্ণনা। (আল ইহসান ফি তাকরীবে সহীহ ইবনে হিব্বান: ৯/৩৯২)

(ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যার মর্যাদা বই থেকে...)

স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4)

আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।(সূরা নিসা, আয়াত:৪)

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ۔

তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' (সূরা বাক্বারাহ ১৮৭)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম’। (তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫২, সনদ ছহীহ।)

শুধু তাই নয় রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে।

(মাসিক আত-তাহরীক ওয়েবসাইটের আর্টিকেল থেকে...)

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা :

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম বা মতবাদে নারীকে মা হিসেবে এত মর্যাদা ও ইযযত দেওয়া হয়নি।

আল্লহ তা'আলা বলেন,

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ اِحۡسٰنًا ؕ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ كُرۡهًا وَّ وَضَعَتۡهُ كُرۡهًا

‘আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। (মায়ের জন্য বেশি দিয়েছি) কারণ, তার মা জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে’ (আল-আহক্বাফ, ৪৬/১৫)।

আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য হলো, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময়ের কষ্ট, প্রসববেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাকেই সহ্য করতে হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন,

এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলঃ

হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার?

তিনি বললেনঃ

তোমার মা।

লোকটি বললঃ অতঃপর কে?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

তোমার মা।

সে বললঃ

অতঃপর কে?

তিনি বললেন,

তোমার মা।

সে বললঃ

অতঃপর কে?

তিনি বললেনঃ

অতঃপর তোমার বাপ।

(সহীহ বুখারী, ৫৯৭১)

এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। এই হাদীসটির মধ্যে الصَّحابَة শব্দটির অর্থ হলা: ন্যায়পরায়ণতার সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং সদাচরণ।

২। এই হাদীসটির মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার অধিকতর অধিকারী মাতাকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তার কারণ হলো এই যে, সন্তানের জন্য মাতাকেই সব চেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়।

সন্তানের জন্য মাতাকেই সব চেয়ে বেশি দয়া, স্নেহ এবং যত্ন করতে হয়।

আবার সন্তানকে দুধ পান ও লালন-পালন করার সমস্ত কষ্ট মাতাকেই সহ্য করতে হয়। সন্তানের অসুখের সময় মাতাকেই সজাগ থাকতে হয়। এই রকমভাবে সন্তানের সব ক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় বেদনা ও কষ্ট মাতাকেই সহ্য করতে হয়।

তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্মে মাতার সাথে ন্যায়পরায়ণতার অধিকার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৩। মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত সর্বশ্রেষ্ঠ আচার-ব্যবহারের অধিকারী হলেন মাতা।

সুতরাং তাঁর সাথে ন্যায়পরায়ণতার সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যম হলো: তাঁর সাহায্য ও সেবাযত্ন করা, তাঁর পানাহারের প্রয়োজন পূরণ করা, তাঁর সাথে নম্রভাবে বিনয়ীর সুরে কথা বলা, তাঁর প্রয়োজন ও পছন্দ মত তাঁকে উপহার প্রদান করা, তাঁর প্রতি শ্রদ্বা নিবেদন করা, তিনি দূরে থাকলে তাঁর সাথে মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎ করা, তাঁর সাথে সদাসর্বদা সুসম্পর্ক স্থাপন করে রাখা, তাই তাঁর সাথে কোনো দিন সুসম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়, তবে তাঁর সাথে বেশি সাক্ষাৎ করে তাঁকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁকে বিরক্ত করা বা অসন্তুষ্ট করা উচিত নয়।

তিনি অসুস্থ বা পীড়িত হলে তাঁর আরাম ও শান্তি লাভের ব্যবস্থা করার জন্য সজাগ থাকা, তাঁর জন্য দোয়া করা; কেননা সমস্ত জাগতিক বিষয়ে তাঁর সাথে ন্যায়পরায়ণতার সহিত সদাচরণ ও সুসম্পর্ক স্থাপন করে রাখাই হলো তাঁর অধিকার, যদিও তিনি মহা পাপে এবং আল্লাহর সাথে শির্ক ও অংশীদার স্থাপনের কাজে লিপ্ত থাকেন। [সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)]

বর্তমানে নারী অধিকারের নামে সচেতনার অন্তরালে যা যা হচ্ছে:

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বাধীনতার অর্থ হলো ভালো মন্দ নির্ধারণ করার দায়িত্ব নেওয়া ব্যক্তির অধিকার।

Right to define good and bad. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতা রয়েছে সে নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে। প্রকৃত কল্যাণ এটাই যে, মানুষ নিজে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখবে।

Good is the right of individual আমি যা ইচ্ছা তাই করব এবং যেই পদ্ধতি পছন্দ সেই পদ্ধতিতেই করব। (তবে এর সীমানা আছে, common good নামে একটা কথা আছে) কোনো অথরিটির কাছে এই ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসিত নই; সেই অথরিটি বংশ হোক কিংবা মা-বাবা কিংবা হোক খোদা।

তার মানে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে- সে যা ভালো মনে করবে, তা করতে পারবে। সমকামিতাকে ভালো মনে করলে সে তাও করতে পারবে। পুরুষকে বিবাহ করবে নাকি মহিলাকে, এটা চয়েজ করার ক্ষমতা ও অধিকার তার আছে। সে পর্দা করবে কি করবে না এ ব্যাপারে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না। কোনো মুসলিম পুজোয় অংশগ্রহণ করলে কেউ এটাকে খারাপ বলতে পারবে না, কেউ বাধাও দিতে পারবে না।

মোটকথা, ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়াই হলো স্বাধীনতা। কারণ তার আকল আছে। আর আকল থাকা অবস্থায় অন্য কেউ তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আকলই তার জন্য যথেষ্ট।

ফরাসি বিজ্ঞানী দেকার্ত দৃষ্টিভঙ্গিজনিত এই স্বাধীনতার প্রবর্তক। সাথে সাথে কান্টেরও ভালো অবদান আছে এর পক্ষে। দেকার্ত এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে, যেখানে মানুষের আকলবহির্ভূত সবধরনের জ্ঞানই প্রত্যাখ্যান করা হয়।

কারণ তার কাছে মানুষই জ্ঞানের উৎস। তার বিখ্যাত উক্তি হলো I think there for I am. আমি চিন্তা করি বলেই আমি 'আমি'।

মোটকথা, তারা আল্লাহর স্থানে মানুষকে আর নবী-রাসুলদের শিক্ষার স্থানে আকলকে বসিয়েছে। এর ফলে যে মানব- সত্তা অস্তিত্বে আসে, তাকে খায়েশের গোলাম বলা যেতে পারে।

অথচ সে খায়েশ পূরণ করার নেশায় নিজেকে সর্বস্বাধীন বলে দাবি করে।

স্বাধীনতা অর্জন করার বস্তুগত উপাদান হলো পুঁজি। যে যত বেশি পুঁজি অর্জন করতে পারবে সে ততই স্বাধীন। কারণ তার পুঁজি যত বৃদ্ধি পাবে সে তত বেশি খায়েশ পূরণ করতে পারবে। আর এই চিন্তা থেকেই সে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা পুঁজি অর্জন করার পেছনে ব্যয় করবে।

বলা যায়, স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ও বিকশিত রূপই হলো পুঁজিবাদ। স্বাধীনতার এই পাশ্চাত্য চেতনা ছাড়া পুঁজিবাদ অস্তিত্বে আসতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা হলো আল্লাহকর্তৃক সংজ্ঞায়িত ভালো-মন্দের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার যোগ্যতা।

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে তাকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং তার মাঝে এই যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সে হক গ্রহণ করে রবের নিষ্ঠাবান গোলাম হয়ে থাকবে অথবা হক অস্বীকার করে খোদাদ্রোহী হবে।

অন্যভাবে বললে- ধর্মীয় গণ্ডিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো ধর্মকর্তৃক নির্ধারিত ভালো-মন্দ দুইয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করার যোগ্যতা (ability to choose between good and bad)। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার অধিকার মানুষের নেই, যাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্বাধীনতা বলে। (হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব বই থেকে ...)

পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে নারীবাদী। পুরো নারীবাদীকে আমরা ৩ টি দাবি কিংবা স্লোগানের ভেতর দিয়ে দেখতে পারি।

এক.

নারী তোমার উপর থাকতে পারবে না কারো কর্তৃত্ব, তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তোমার কারো প্রয়োজন নেই। স্বামী, সন্তান, পরিবার সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিষয়।

নারীবাদীদের এমন স্লোগানের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার দর্শন। কি ধর্ম, কি পরিবার আর কি সমাজ, কারো বেঁধে দেওয়া ভালো-মন্দে নারী বিশ্বাসী হতে পারে না। সে যা ভালো মনে করবে, তা-ই করবে।

নারী যখন এই পাশ্চাত্য স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে চাইবে তখন ঘরে অবস্থান, পরিবার পরিচালনা, পুরুষের অভিভাবকত্ব গ্রহণের মতো আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়গুলো পরাধীনতা কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বোঝাই মনে হবে।

পর্দার বিধানকে সে শেকল আর বস্তাবন্দি বলে আখ্যায়িত করবে। আর এভাবেই সে আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে পাশ্চাত্যের দাসত্বে প্রবেশ করে আর নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে।

দুই.

নারী! একজন পুরুষ কখনোই তোমার আস্থার জায়গা হতে পারে না। এজন্য তুমি তার উপর নির্ভর না করে বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হও। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। তাল মিলিয়ে চলো। এগিয়ে যাও তাকে পেছনে ফেলে।

এই স্লোগানটি দেখবেন পাশ্চাত্য সমতার সাথে সম্পৃক্ত। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যখন সবার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রয়েছে, তখন একজন নারী কেন তার স্বাধীনতা (নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা) ভোগ করবে না। কেন এখানে নারী-পুরুষের ব্যবধান সৃষ্টি করা হবে? পুরুষ কেন উত্তরাধিকার সম্পত্তি নারীর চেয়ে বেশি পাবে? পুরুষ বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারলে নারী কেন পারবে না?

পাশ্চাত্য সমতাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনে নিলে এরকম নানান জায়গায় প্রশ্ন আসবে, যেখানে নারী-পুরুষের বিধান ও অধিকারের মাঝে ব্যবধান রয়েছে।

কারণ ইসলাম সমতাকে মানদণ্ড মানে না। ইসলাম সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকে; সমতার সাথে নয়। কারণ প্রচলিত সমান অধিকারের ধারণা সব জায়গায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষ তা এক পক্ষের উপর জুলুম বয়ে আনে।

যার যা প্রয়োজন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে তা প্রদান করাই হলো ন্যায়। পুরুষকে স্ত্রী, মা, বাবাসহ পরিবারের সবার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ইসলামে নারীকে কারো ব্যয় বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এই দায়িত্ব আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত।

কাজেই নারী যা পাবে, সবটাই তার সেভিং। সেখানে কারো প্রাপ্য অংশ নেই। ফলে পুরুষের টাকার প্রয়োজন বেশি এবং উপার্জন ও খাদ্যযোগানের জন্য তাকে আবশ্যিকভাবে নিয়মিত বাইরে যেতে হয়।

এজন্য তাকে বেশি ভাগ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বাহির সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাহির সামলানোর দায়িত্ব

নারীর নয়। তার দায়িত্বের জায়গা পরিবার।

ফলে তাকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর ভরণ-পোষণই তার জন্য যথেষ্ট।

আর বাবার সম্পত্তি তার জন্য অতিরিক্ত। সম্পত্তির ভাগে তাকে কম দেওয়াটা অন্যায় নয়; বরং ন্যায়সঙ্গত। স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালন না করে তা হলে স্ত্রীর অধিকার আছে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার।

নারী পুরুষ কেউই সমান নয়। বরং একজন আরেকজনের জন্য পরিপূরক।

তিন.

নারী! তোমার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাই তোমার সম্মানের একমাত্র উপায়। অন্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে মানে তুমি নিজের সম্মান হারালে। এজন্য তোমাকে নিজস্ব অর্থনৈতিক আয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে।

উন্নতির ইসলামি স্কেল দিয়ে দেখলে আপনি নারীর সামাজিক ও পরিবারিক অধিকার, তার মাতৃত্বের সংরক্ষণ, পরিবার গোছানো, সন্তান প্রতিপালন এবং শিশুর সুস্থতা ও পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের মাঝেই উন্নতি খুঁজে পাবেন।

নারীর ক্যারিয়ারের সম্পর্ক তার মাতৃত্বের সাথে; মাথাপিছু আয় বাড়ানোর সাথে নয়। মাতৃত্ব-ই নারীর ক্যারিয়ার।

এই পুঁজিবাদী বিশ্বে নারীর পারিবারিক ভূমিকার কোনো বাজারমূল্য নেই। নেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এর হিসাব। কিন্তু ইসলামে এর কোনো বিকল্প নেই। পুঁজি দিয়ে সমাজ ও পরিবারের প্রতি নারীর এই অবদান ক্রয় করা সম্ভব নয়। বাজারমূল্যের চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বের বিষয় এই ভূমিকা, যাকে পরিমাপ করার মতো ভারী কোনো মানদণ্ড নেই পাশ্চাত্য সমাজে।

আপনি যদি পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ নারী খোঁজেন তা হলে খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমার মতো উম্মাহর আদর্শ মেয়ে, স্ত্রী ও মায়েদের শ্রেষ্ঠ হিসাবে আবিষ্কার করতে পারবেন না। তাদেরকে আপনার কাছে সেকেলে, বস্তাবন্দি, অসহায়, ব্যর্থ মনে হবে। অথচ এই পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নারী।

একজন নারী যতই মমতাময়ী ও সাংসারিক হোক, আদর্শে-চরিত্রে-গুণে যতই উন্নত হোক, পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে সে ব্যর্থ নারী; যদি না সে টাকা কামাই করছে। কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী একজন সফল গৃহিণীও এই মানদণ্ডে ব্যর্থ ও অসফল। এখানে ক্যারিয়ারই সবকিছু।

(হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব বই থেকে ...)

শেষের কথা:

ইসলামে নারীদের পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অনেকে ভুল করে যে, ইসলামে নারীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হয়না।এটা মূলত তাদের অজ্ঞতা।

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় তারা মূলত নারীকে পণ্য হিসেবেই ব্যবহার করে আসছে। নারীদেরকে স্বাধীনতার নাম করে লাঞ্চিত করে যাচ্ছে নানাভাবে।

কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজেও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছি।

দুটি প্রাপ্য থেকে তাদের সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত করা হচ্ছে তা হলো, মহর এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তি।

নারীদের মিরাস ঠিকমতো দেওয়া হয়না। মিরাস চাওয়াকে নির্লজ্জতা এবং ঘৃণার চোখে দেখা হয়। কিন্তু এটা নারীদের প্রাপ্য অধিকার।

মহর এখন শুধু কাগজ কলমেই। ঠিকমতো আদায় করা হয়না।

এভাবে নারীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

মুসলিম সমাজে নারীদের কোনো অধিকার যাতে ক্ষুনে না হয় যেদিকে খেয়াল রাখা আবশ্য কর্তব্য।